শৈত্য প্রবাহ ও ঘনকুয়াশায় ফসল রক্ষায় কৃষক ভাইদের করণীয়

বোরো বীজতলা:

শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশায় বোরো বীজতলার বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে। বোরো ধানের চারা অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ হলে চারা মরে যায়। এছাড়া ঠাণ্ডার প্রকোপে চারার কোল্ড ইনজুরিসহ চারা সাদা বা হলুদ হয়ে যেতে পারে। এরকম অবস্থায় কৃষক ভাইদের করণীয় :

- বীজতলা সাদা স্বচ্ছ খুব পাতলা পলিথিন দ্বারা দিনে রাতে একনাগারে ঢেকে রাখতে হবে।
- পলিথিন দ্বারা ঢাকতে না পারলে বীজতলায় ১ থেকে ২ ইঞ্চি পরিমাণ পানি ধরে রাখতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতাংশ বীজতলায় ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার এবং ২৫০ গ্রাম হারে জিপসাম সার একত্রে মিশিয়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রান্ত বীজতলা এজোক্সিষ্ট্রোবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- এমিস্টারটপ/তারেদ/নাভারা/ষ্ট্রমিন ইত্যাদির যে কোন একটি প্রতিলিটার পানিতে ১ থেকে ১.৫ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৮-১০ দিন পর একই হারে আবার একটি স্প্রে করতে হবে।
- আক্রান্ত বীজতলায় প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে থিওভিট/কুমুলাস বা এ জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।
- কুয়াশা কেটে গেলে বীজতলায় শুকনা গুঁড়া পরিষ্কার ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- দেরীতে বা নাবীতে বোরো বীজতলা তৈরির ক্ষেত্রে সাদা স্বচ্ছ পাতলা পলিথিন আবৃত শুকনা বীজতলা তৈরির মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।
- শৈত্য প্রবাহ চলাকালীন রোপণের জন্য চারা উত্তোলন না করে কয়েকদিন চারা রোপণ বন্ধ রাখা ভালো। শৈত্য প্রবাহ কেটে গেলে চারা রোপণ করতে হবে।

আলু ও টমেটো :

শৈত্য প্রবাহ, ঘন কুয়াশা ও মেঘলা আবহাওয়ায় আলু ও টমেটোর লেট ব্লাইট বা নাবী ধ্বসা বা মড়ক রোগ হতে পারে। এ রকম অবস্থায় কৃষক ভাইদের করণীয়:

- নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করে রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করতে হবে।
- নাবী ধ্বসা বা মড়ক রোগে আক্রান্ত আলু ও টমেটো ক্ষেতে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- আক্রান্ত ক্ষেতে মেনকোজেব+মেটালেক্সিল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন রিডোমিল গোল্ড/হাইমোক্সাসিল/এন্টিব্লাইট এমজেড বা এ জাতীয় ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লিটার হারে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

সরিষা :

- সরিষার ছত্রাকজনিত অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগের জন্য ইপ্রিডিয়ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: রোভরাল/কিউরেট/হাইপ্রডিয়ন/নেকব্লচ/প্রডান ইত্যাদির যে কোন একটি ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লিটার হারে পড়ন্ত বেলায় স্প্রে করতে হবে।
- জাব পোকাসহ অন্যান্য পোকা থাকলে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন: এডমায়ার/ইমিটাফ/গেইন/প্রিমিয়ার/কনফিডর ইত্যাদি কীটনাশকের যেকোন একটি ০.৫০ মি.লি./ লিটার হারে পড়ন্ত বেলায় স্প্রে করতে হবে।
- যদি হোয়াইট মোল্ড জাতীয় রোগের আক্রমণ দেখা যায় তাহলে এজোক্সিস্ট্রোবিন+সিপ্রকোনাজল/ডাইফেনোকোনাজল/টেবুকোনাজল ইত্যাদি গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: কারিশমা/তারেদ/নাভারা/এমিস্টারটপ ইত্যাদির যেকোন একটি প্রতি লিটার পানিতে ১ থেকে ১.৫ লিটার হারে শতাংশ প্রতি ২ লিটার মিশ্রণ স্প্রে করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্য ও পরামর্শের জন্য আপনার এলাকার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রচারে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, দিনাজপুর।

মুদ্রণ সংখ্যাঃ ১০,০০০

প্রচার কালঃ ডিসেম্বর ২০২২খ্রিঃ